সংবাদ

৪০

তারিখ ... 21 AUG 1996
পৃঃ ১ কলাম ৫

সংসদে ঢাঃবঃ প্রসঙ্গ ঃ উত্তপ্ত বিতর্ক

(সংসদ বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে গতকাল মঙ্গলবার সংসদ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিরোধীদলীয় উপনেতা অধ্যাপক বদ-রুদ্দোজা চৌধুরীসহ বিএনপিদলীয় কয়েক-জন সাংসদ এবং ডাক, তার ও টেলি-যোগাযোগমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের মধ্যে চলে উত্তপ্ত বিতর্ক।

সংসদ অধিবেশনে গতকাল দিনের কার্যসূচি শুরু করার মুহূর্তে বিএনপি'র কয়েকজন সদস্য পয়েন্ট অফ অর্ডারে দাঁড়িয়ে ফ্লোর দাবি করেন। অধিবেশনের সভাপতি ডেপুটি স্পিকার আবদুল হামিদ মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমেদ ও জয়নাল আবেদীন ফারুককে একে একে

বিতর্ক ঃ পৃঃ ৯ কঃ ৪

বিতর্ক ঃ উত্তপ্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাইক দেন। বিএনপি'র এই দু'সাংসদ বলেন ঃ আগের দিন সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ দু'টি হল দখল করে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটেছে। তারা এ ব্যাপারে তাদের জমা দেয়া নোটিশের ওপর সংসদে আলোচনা করার সুযোগ দেয়ার দাবি জানান। এ সময় ডেপুটি স্পিকার নোটিশগুলো সংসদে আনা হবে এবং সরকারি ও বিরোধীদল চাইলে এ ব্যাপারে আলোচনা হবে বলে তাদের আশ্বস্ত করেন। এরপরও জয়নাল আবেদীন ফারুক খবরের- কাগজ উঁচিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত খবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য দিতে থাকেন। এ সময় সরকারিদলের সাংসদরা প্রতিবাদ করে মাইক দাবি করেন; কিন্তু ডেপুটি স্পিকার কাউকে মাইক না দিয়ে দিনের কার্যসূচিতে চলে যান।

আসরের নামাজের বিরতির পর বিরোধীদলীয় উপনেতা অধ্যাপক বদ-রুদ্দোজা চৌধুরী আবারো মাইক নিয়ে একই বিষয়ের অবতারণা করে সংসদে আলোচনার দাবি জানালে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং সরকারিদলের পক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম মাইক নিয়ে বিগত ৫ বছরের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির প্রসঙ্গ টেনে তার জবাব দেন এবং তিনিও আলোচনার পক্ষে মতামত দেন।

অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতরাতে তান্ডবলীলা চালানো হয়েছে। শহীদুল্লাহ হল, ফজলুর রহমান হল ও ফজলুল হক হল সরকারিদলের ছাত্র সংগঠন দখল করেছে। ছাত্রলীগ ও পুলিশের তান্ডবে ২০ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। রাত থেকে পুলিশ মহসিন, জসীম উদ্‌দীন, সূর্যসেন, শেখ মুজিব ও জিয়া হলের সামনে পুলিশ অবস্থান নিয়েছে। কেউ বেরোতে পারছে না। অথচ জগন্নাথ, জহরুল হক হলসহ যে সব হলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা থাকে সেখানে পুলিশ যায়নি।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করে। সেখানে আজ এ অবস্থা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত খারাপ হবে। সেই সঙ্গে পুলিশের ওপর শান্তি-শৃংখলার জন্য আমরা ভরসা করি। আর সেই পুলিশ যদি দলীয় হয়ে যায় তাহলে আমরা কার ওপর ভরসা করবো।

বি চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের কথা বলেছেন। আমরাও তাই চাই। সকল অভিভাবক আমরা আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তা চাই। এ জন্যে কিছু নোটিশ দেয়া হয়েছে। এই সংসদ সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। এখানে আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব, এটাই দেশবাসী চায়। তিনি নোটিশগুলো অবিলম্বে সংসদে এনে আলোচনার সুযোগ দেয়ার জন্য স্পিকারের সহযোগিতা চান।

সরকারিদলের পক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম মাইক নিয়ে আলোচনার পক্ষে মতামত জানিয়ে বলেন, বিগত ৫ বছরে যারা ক্ষমতায় ছিল তখন তাদের ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষা-ঙ্গনে সন্ত্রাস, হল দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি করেছে তা জাতির জানা আছে। তিনি বলেন, বিগত ৫ বছর ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা অস্ত্র নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অবস্থান করেছে। এসব হলকে তারা ক্যান্টনমেন্ট বানিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, সেখানে কোন নির্মাণকাজ হতে পারে না, যদি ছাত্রদলকে চাঁদা না দেয়া হয়। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা একই অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে। পতাকা উড়িয়ে কলেজ দখল করেছে।

নাসিম বলেন, এই ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিভাবে রক্তপাত হয়েছে তা সবার জানা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পুলিশ ইন্সপেক্টর ফরহাদকে পর্যন্ত ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে নিহত হতে হয়। একইভাবে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তখন বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ দিয়ে ছাত্রদলের ক্যাডারদের পাহারা দেয়া হয়েছে।